# ডঃ পল ক্রোগলারের অসুখ ও আলু

**সব্যসাচী সরকার**

২১ এ সেপ্টেম্বর, ডঃ পল ক্রোগলারের এস.এম.এস. : 'সীক, হেল্প। পল্' আমায় ভাবিয়ে তুললো। কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বাহাদুর কৌটলিয়ার মারফৎ তৃতীয় পোলের পরিবেশ দুষন গবেষনা নিয়ে পল্ এর হিমালয় ভ্রমনের খবর জানতাম। এ ছাড়া গত ১৭ই সেপ্টেমবরে সে সকালে নৈনীতাল থেকে পিথোড়াগড়ের মুনসিয়ারি তে যাবার সময় আমায় ফোনে জানিয়েছিলো সব ভালো ও তার শরীর খারাপের কোনো আভাষ দেয়নি । তবে আজ তো তার দিল্লীতে ফেরার কথা। বাহাদুরকে ফোন করতে সে জানালো যে পল তার গন্তব্যস্থল মুনসিয়ারি তে পৌছেই পরেরদিন থেকে পেটে ব্যথা, বমি ভাব ,ভীষন কাঁপুনি ও মাথা ব্যথা উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাহাদুর এও জানালো যে পল এক অস্বাভাবিক রোগে আক্রান্ত এবং তার ফ্রাইবুর্গ থেকে আনা অষুধ বা স্থানীয় ডাক্তারদের অষুধেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পলকে এমস্ দিল্লীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে তবে এ ব্যাপারে জার্মান এম্ব্যাসী, হুমবোল্ড ফাওনডেশন, ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় ( যেখানে পল্ অধ্যাপক ) ও আমাদের দিল্লীর ফরেন অফিসকে জানানো হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো কারন গত জুনে কোলন্ রেল স্টেশনে আমার অষুধ ও ল্যাপটপ সহ হ্যান্ডব্যাগ চুরি যাওয়াতে নিত্য প্রয়োজনের অষুধ কেনার ব্যবস্থা পল তাঁর এক মেডিকো ডাক্তার বন্ধুর প্রেশক্রিপ্শন সাহায্যে সম্ভব করেছিলো। এটা না হলে আমার বিদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় অষুধ ডাক্তার এর প্রেশক্রিপ্শন ছাড়া কেনা অসম্ভব ছিলো ও অচেনা ডাক্তার এর চেক-আপের পারিশ্রমিক ভীষণ খরচ সাপেক্ষ যা আমার মেডিক্লেম পুরোনো রোগের জন্য কভার করত না। বাহাদুরের কাছ থেকে দুটি জরুরী খবর পেলাম । প্রথম মুনসিয়ারির আবহাওয়া যদিও পলের পৌছানোর আগের সপ্তাহে খুবই খারাপ ছিলো কিন্তু তা ওর নৈনীতাল থেকে যাবার আগের দিন থেকে ভালো হয়ে গিয়েছিলো আর দ্বিতীয় সেখানে সব থেকে ভালো হায়াৎ প্যারাডাইস হোটেলে তার থাকার কথা। চেষ্টা করলাম পল্ কে ফোন করতে কিন্তু ইন্টারনেশনাল ডবল রোমিং এর ধাক্কায় ভালো ভাবে কথা বলতে পারলাম না। শেষে অনেক চেষ্টা করে হোটেলের লাইনে পলের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে সে কোনো এমন খাবার ও পানীয় খায়নি যাতে তার শরীর খারাপ হতে পারে। আর মুনসিয়ারি পৌছানোর সময় থেকে আজও ওখানে মেঘমুক্ত রোদযুক্ত দিন তাই খারাপ আবহাওয়া শরীর খারাপের কারন নয় । রোগের উপসর্গ গুলি পরিষ্কার ভাবে ফুড পয়জণের ইঙ্গিত দিচ্ছে কিন্তু চার তারাযুক্ত হোটেলে শুধু টমাটোর সূপ ও আলু গোলমরিচ দিয়ে খাবার খেয়ে অসুস্থ হওয়াটা চিন্তার বিষয়। পলের স্থির বিশ্বাস যে ফুড পয়জণটা খুবই অবাক করার মত কারন বোতলের পানীয় জল ও হোটেলের খাবার তো অন্য টুরিষ্টরাও খেয়েছেন ও বাকীরা বহাল তবিয়তে আছেন। পল্ এর কাছে ভালো ভাবে খাবার সার্ভ করা থেকে তার সঙ্গে কে কি খেয়েছেন তার পুরো বিবরন নিয়ে নিলাম। যেহেতু স্থানীয় হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে কিছু আপত্তিকর প্যাথোজেন পাওয়া যায়নি তায় পল্ কে ভরষা দিলাম যে সে সেদ্ধ পক্ক খাবার তার সঙ্গে তাজা সাইট্রাস জাতীয় ফলের রস যেন খেতে থাকে। অন্য খাবার খেতে ইচ্ছে করলে ভাল করে টোষ্ট বাটার ও চীজ ও ডিম সেদ্ধ খেতে পারে তবে সালাড খেতে বারণ করলাম। তার কি হয়েছে তা ডায়াগ্নোসিস করে শীঘ্রই জানাচ্ছি বলে ভাবতে বসলাম। শরীরের ভেতর কোন প্যাথোজেন পাওয়া যায়নি তবুও যে যে খাবার গুলি প্রথম রাত্রে খেয়ে পলের শরীর খারাপ হয়েছিলো তার একটা তালিকা করে ফেললাম। সেটা হল : টমাটো স্যূপ ও সেদ্ধ আলু গোল মরিচের সঙ্গে আর বোতলের জল। আর সে ডিনার ডাইনিং হলেই সারে যেখানে তার টেবিলেই আরো দুজন বিদেশী পর্যটক বসে খাবার খেয়েছেন। যে যে ক্রকারী পল ব্যবহার করেছে তার মধ্যে ঐ টেবিলে বসা তিনজনই ব্যবহার করেছেন আর টমাটো স্যূপ এর বওল গুলি সব ভেতর থেকে এনে ওয়েটার পরিবেষন করেছিলো এবং যেহেতু বাকী দুজনের শরীর খারাপ হয়নি তাই স্যূপটা শরীর খারাপের কারন হতে পারেনা বলে সেটাকে বাতিল করলাম। ঠিক একই কারনে বোতলের জলটাকেও বাদ দিলাম। এবারে আলু

সেদ্ধ তে মন দিলাম কারন একমাত্র পল্ ই তা খেয়েছিল। এর মধ্যে গোলমরীচ কে বাদ দেওয়া হল কারন বাকী দুজনের একজন ডিমের ওমলেটে তা ব্যবহার করেছিল।হোটেলের সবার পক্ষে মঙ্গলবারের নিরামীষ মেনু খাবারের চয়েসটা লিমিটেড করে দিয়েছিলো। সে যায় হোক না কেন ওমলেটের সঙ্গে তিনি আলু ভাজা নিয়েছিলন। ব্যাপার এখন শুধু আলু ভাজা ও আলু সেদ্ধর ভিতর সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।তাহলে একটা সুস্থ লোক হটাৎ অসুস্থ হলো কিসের জন্য? ভাবনা চিন্তাটা গোলমাল হয়ে গেলো। রসায়ন বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীর প্রথম দিকের এক্সপেরিমেন্ট গুলিতে এই রকম এলিমিনেশন পরীক্ষার সাহায্যে সঠিক উত্তর বার করার বেশ একটা কঠিন কিন্তু মজার বিশ্লেষন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি আছে। তাই ভাবলাম ঠিক সেইমত এগোতে হবে। তফাৎটা এই যে পল্ এর ক্ষেত্রে সব ঘটনা গুলি ঘটে গেছে আর কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে না। আলু ভাজা ও আলু সেদ্ধ খাবারে তফাৎ কি হতে পারে তা ভাবতে বসলাম। ভাবলাম ভাজা ও সেদ্ধ পরে বিচার করবো আগে আলুর খবর নিতে হবে।

পরের দিন সকালে হোটেলে ফোন করে পল্ এর ঘরে লাইন দিতে বললাম। অসুস্থতার জন্য ও শুধু মোসম্বী ও কমলা লেবুর রস খেয়ে ভালো আছে তবে তল- পেটে ব্যথা ও গা-বমি ভাবটা কমে গেলেও জানলা দিয়ে হাতছানি দিয়ে বরফে ঢাকা পাঁচশিরা পাহাড় এর দৃশ্য তার দুঃখ বাড়িয়েই দিয়েছে। পল্ এর এক মাত্র ইচ্ছে যে সে হিমালয়ের এত ভালো পরিষ্কার দিনে হাঁটতে হাঁটতে মিলাম গ্লেসিয়ার ও তার গলা জলে তৈরী গোরীগঙ্গা নদী ও পাঁচশিরা পাহাড় যাকে স্থানীয় লোকেরা স্বর্গে যাবার আগে শেষ রান্নার উনোন হিসেবে পঞ্চ পাণ্ডবদের ব্যবহারের জন্যে পাঁচচুলি বলে মনে করে সেগুলো ট্রেক করতে পারে। পল্ কে ভরষা দিলাম যে রোগটা ধরতে পারলে তার উপাচার সম্ভব ও সেটা শীঘ্র শুরু হলে সে সব কিছুই করতে পারবে। আর অক্টোবর বা সেপ্টেমবরের শেষের সময় হিমালয়ের মেজাজ ভালো থাকে। এবারে তাকে তার খাবারের বিশ্লেষন বোঝালাম ও শেষ রেজাল্ট এর জন্যে যে তার খাবার তৈরী করেছিলো তাকে কিছু প্রশ্ন করব বলে পল্ কে রান্নার সেই লোক টিকে তার ঘরে আনিয়ে আমায় ফোন করতে বললাম।

কিছুক্ষন পরে পল্ এর ফোনে রামবাহাদুর নামের হোটেলের পাচকটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। রামবাহাদুর এমনিতেই ভীত কারন হোটেলের ম্যানেজার ও লোকাল ডাক্তার ওকে এ বিষয়ে আগেই জেরা করে ধমক দিয়েছে। আমি ওর সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলা শুরু করলাম। প্রথমে ওর বাড়ীর খবর আর কি কি রান্না জানে জিজ্ঞেস করতে ও সহজ ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। এবারে আমি আমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন গুলি শুরু করলাম। হোটেলের আলু কি ভাবে কেনা হয় প্রশ্নে সে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানালো। বছরের প্রয়োজনের আলু জানুয়ারী মাসে নতুন ফসল হিসেবে সস্তা দরে কিনে রাখা হয় ও স্টোর রুমের পেছনের ঘরে বস্তা বোঝাই হয়ে রাখা থাকে। আমি বললাম সেতো ভালো কথা তাতে আলু যখন অগ্নিমূল্য তখন হোটেলের পয়সার সাশ্রয় হয়। রামবাহাদুর উত্তরে মাথা নাড়িয়ে ( ফোনের আওয়াজের মড্যুলেসনে বুঝলাম) জবাবে বললো যে সেটা সে বলছে না তবে শেষের দিকের আলু গুলি কল বেরিয়ে খারাপ হতে থাকে।পল্ এর আসার আগের সপ্তাহে বেশী বৃষ্টি পাতের জন্য আলুগুলি তাড়াতাড়ি খারাপ হতে থাকে। রামবাহাদুর কে আমি ধমকে জিজ্ঞেস করলাম যে সামান্য কিছু পয়সা বাঁচাতে তুমি সাহেব কে পচা আলু সেদ্ধ খাওয়ালে।উত্তরে সে জানালো যে পচা আলুর এত দুর্গন্ধ যে সেটা রান্না করা বা খাওয়া যায়না। কল বেরোনো আলুগুলি সবাই রাণ্নায় ব্যবহার করে তবে কল গুলি তিতকুটে হওয়ার জন্য সেগুলো ভেঙ্গে সরিয়েই রান্না করার প্রথা তবে সেদিন আলুগুলি ভেজা ভেজা মনে হতে ঘন্টা কয়েক রোদে দেওয়া হয়েছিলো আর সেই ভাবেই সে সেদিন বা অন্যান্য দিন আলুর ব্যবহার করে আসছে। রামবাহাদুর আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানালো যে আলুর খোসা সেদ্ধ করার পর ছাড়ানো হয় ও সে ভাবেই সাহেব কে আলুসিদ্ধ খাইয়েছিলো আর আলুভাজার জন্য প্রথা অনুযায়ী খোসা ছাড়িয়ে তেলে ভাজা হয়েছিল। রামবাহাদুর যে সাহেবের শরীর খারাপের জন্য দায়ী নয় সেটা তাকে বললাম আর ফোনের রিসিভারটা পল্ কে দিতে বললাম। প্রথমেই পল্ কে বললাম যে শরীর খারাপের কারন ধরতে পেরেছি তবে প্রথমে রামবাহাদুর কে একশ টাকা টীপস্ দিয়ে বিদায় করো পরে কী করতে হবে তা বলছি। এর পরে তাকে টমাটো, বেগুন,ক্যাপসিকাম ও আলু খেতে নিষেধ করলাম। পরিবর্তে গলা ভাত,মুর্গীর স্টু, মাখন, রুটি, ডিম ও প্রচুর ফলের রস খেতে বললাম। রোগের খবরে ওকে জানালাম যে ডঃ কোটলিয়া তার কাছে পৌছে যাচ্ছে আজই এবং ছোট্ট একটা পরীক্ষা করেই তোমার রোগ

সম্বন্ধে সে বলবে। পল্ কে ভরষা দিলাম যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এবারে কোটলিয়া কে ফোনে বোঝালাম কি কি নিয়ে আসতে হবে ঐ রোগটা ধরার জন্য আর এও বললাম যে পল্ সুস্থ হয়ে উঠছে তাকে আর এমস্ এ নিয়ে যাবার প্রয়োজন হবে না বরং তার আরো ৫ দিনের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে যাতে যে কাজ করতে সে ভারতে এসেছিলো তা সে শেষ করতে পারে।

সেদিন সন্ধা বেলায় হায়াৎ হোটেলের লবীতে কোটলিয়া, রামবাহাদুরের সাহায্যে, কিছু আলুর কল ও খোসা একটু জলের সঙ্গে ভালো করে বেঁটে তার নির্যাস এর উপর এক ছোটো রাসায়নিক প্রয়োগ পল্ সহ হোটেলের সব বাসিন্দা, ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীদের সামনে করে দেখালো। সোডিয়াম সেলিনেট যুক্ত সালফ্যুরিক অ্যাসিডের দ্রবনে আলুর কল ও খোসার নির্যাস যুক্ত করে স্পিরিট ল্যাম্পে টেষ্ট টিওবটি অল্প গরম করতেই রাস্পবেরীর মতন লাল রঙটি বেরিয়ে এসে পল্ এর অসুস্থতার কারন যে বিষাক্ত অ্যালকোলইড,সোলানিন, তা প্রমানিত হল। প্রকৃতির নিয়মে আলু তার অংকুরিত বীজকে পশু পক্ষী এমনকি মানুষ এর কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য সোলানিন তৈরী করে ও আলুর কল গুলির তিতকুটে স্বাদ এর উপস্থিতি জানিয়ে এই আলুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি করে। টমাটো, বেগুন,ক্যাপসিকাম ও আলু তে সোলানিন পাওয়া যায়। সুর্যের আলোতে সোলানিন বেশী করে তৈরী হয়ে থাকে তাই কল যুক্ত বৃষ্টিতে স্যাঁত স্যাঁতে হওয়া আলুগুলি রোদে দেওয়াতে বেশী সোলানিন তৈরী হয়েছিলো। সোলানিন ঠিক খোসার নিচে থাকে আর সেটি ফুটন্ত জলে নষ্ট হয়না তাই সেটা বেশী পরিমানে পল্ এর আলু সেদ্ধতে থেকে তাকে অসুস্থ করে । খোসা সরালে অনেকটাই সোলানিন বেরিয়ে যায় আর আলু ভাজতে গরম তেলের তাপ প্রায় ৩৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে এটা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য ভাজা আলু খাওয়াতে তার বিষক্রিয়া নষ্ট হওয়ায় অন্য পর্যটকের শরীর খারাপ হয়নি ।

প্রায় দিন দশেক পরে জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ থেকে পল্ এর পাঁচচুলি পাহাড়ের প্রচুর ছবি যুক্ত মেল পাই সঙ্গে আল্পস্ ভ্রমনের নিমন্ত্রন ।

**পাঁচচুলি পর্বতমালা (সূর্যাস্তে ও সূর্যদয়ে)**